সমকাল

তারিখ 12 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

নিয়োগবাণিজ্য : বাকৃবিতে তুঘলকি কাণ্ড!

■ সাব্বির নেওয়াজ

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) নিয়োগ নিয়ে ঘটেছে তুঘলকি কাণ্ড। পদ শূন্য না থাকলেও একসঙ্গে সেখানে গণনিয়োগ পেয়েছেন ৩১৭ জন। এসব নিয়োগ নিয়ে হয়েছে নগদ লেনদেন। কারিগরি বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কারিগরি জ্ঞানহীন লোকদের। এমন কিছু জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যারা সংশ্লিষ্ট পদে কোনো আবেদনই করেননি। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে কোনো চাহিদাপত্র না দেওয়া হলেও সেসব জায়গায় জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসব পদে নিয়োগ দিতে গিয়ে উপাচার্য অসততা ও অসাধুতার আশ্রয় নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অনুষদ, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রধানদের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া চাহিদাপত্র তৈরি করেছেন উপাচার্য নিজেই। আবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চিঠিও জাল করেছেন তিনি। গণনিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতিবাদমুখর হলে উপাচার্য এসব নিয়োগপত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০ কিলোমিটার দূরবর্তী গফরগাঁও উপজেলা পোস্ট অফিস থেকে পোস্ট করেছেন।

নিয়োগ নিয়ে এসব কীর্তি-কাহিনী ধরা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্তকালে। তদন্ত কমিটি এ জন্য দায়ী করেছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হককে। ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোহাব্বত খানের নেতৃত্বে গঠিত পাঁচ সদস্যের এ তদন্ত দলে আরও ছিলেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. আবুল হাশেম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) জিকরুর রেজা খানম, ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান ও সহকারী পরিচালক নজরুল ইসলাম। গত ৬ এপ্রিল তদন্ত কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। এর চারদিন পর নারী কেলেঙ্কারির অপর এক ঘটনায় উপাচার্য

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

নিয়োগবাণিজ্য : বাকৃবিতে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ড. রফিকুল হক পদত্যাগ করেন।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম : তদন্ত প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির বিশদ বিবরণ রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত পৌনে চার বছরে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নয়নে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তির খেয়ালখুশি মতো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়েছে। সাবেক উপাচার্যের নির্দেশ মতে, তার কিছু অনুসারী খেয়ালখুশি মতো এসব নিয়োগ পরিচালনা করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও অন্য অফিসপ্রধানরা তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ করেন, বছরের পর বছর ধরে যেসব কর্মচারী অস্থায়ীভাবে কাজ করছেন, তাদের কাউকেই এ উপাচার্যের সময় স্থায়ী করা হয়নি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জনবল কাঠামো' সরকার অনুমোদিত নয়। তাই প্রত্যেকটি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির পূর্ব অনুমোদন নেওয়ার কথা থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেছে, উল্লিখিত পদগুলোতে নিয়োগে একদিনে প্রায় তিন হাজার জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যা প্রায় অসম্ভব।

সমকালের সঙ্গে আলাপকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক দাবি করেন, প্রতিটি নিয়োগে বিপুল অঙ্কের অর্থের লেনদেন হয়েছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী পদ যাই হোক না কেন, গড়ে ৫ লাখ টাকার নিচে কেউই নিয়োগ পায়নি। এই হিসাবে এ গণনিয়োগে প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি টাকার বাণিজ্য হয়েছে।

অন্যদিকে, ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হক ইউজিসির নামে মিথ্যা সার্কুলার দিয়ে বিভিন্ন বিভাগ, শাখা, অফিসের কাছে শূন্য পদে জনবলের প্রস্তাব চায়। তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ইউজিসির চিঠির অনুলিপি দেখতে চাইলে উপাচার্য তা দেখাতে পারেননি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউজিসি কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়কে এ ধরনের কোনো চিঠি দেয়নি।

তদন্ত কমিটি বলেছে, উপাচার্যের নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে গত ৩ মার্চ ইউজিসি জরুরি ফ্যাক্স করে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সব নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু উপাচার্য আগের তারিখ দিয়ে নিয়োগকৃতদের বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ এবং দপ্তরে পাঠান। সংশ্লিষ্ট অফিস তাদের নিয়োগপত্র গ্রহণ না করলে উপাচার্য আগের তারিখ দিয়ে তাদের নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অনুষদ এবং দপ্তর তদন্ত কমিটির কাছে এমন অভিযোগ করে।

জানা গেছে, গণনিয়োগপ্রাপ্ত এই ৩১৭ জনই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাপটের সঙ্গে চাকরি করছেন। সরকার অনুমোদিত না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হচ্ছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টি আর্থিক সংকটে পড়েছে। এ নিয়ে জানতে চাওয়া হলে ১৯ জুন বাকৃবির বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. আলী আকবর সমকালকে বলেন, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করা হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।

এসব বিষয়ে বক্তব্য জানতে বাকৃবি ক্যাম্পাসে গিয়েও সাবেক উপাচার্য ড. রফিকুল হককে পাওয়া যায়নি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন। ১৭, ১৮ ও ১৯ জুন তার মুঠোফোনে বারবার ফোন করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। মুঠোফোনে খুদে বার্তা (এসএমএস) পাঠালেও তিনি প্রতি উত্তর দেননি। পরে তা বন্ধ পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নিজ বিভাগ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. একেএম আদহাম জানান, ড. রফিকুল হক রাজধানীতে অবস্থান করছেন।

পরে সমকালের পক্ষ থেকে বাকৃবির রেজিস্ট্রার কৃষিবিদ আবদুল খালেকের কাছে সাবেক উপাচার্যের ঢাকার ঠিকানা জানতে চাইলে তিনি জানান, ঠিকানা তার জানা নেই। রেজিস্ট্রার জানান, ড. রফিকুল হক দীর্ঘমেয়াদি ছুটির জন্য আবেদন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত কি-না তা বলতে পারবে তার নিজ বিভাগ।